প্রথম দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে ফরম কিনেছেন ১৪ জন

মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দিনে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৭ জন এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ৭ জন প্রার্থী।

মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান (ছোট), অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন।

মেহেরপুর-২ আসনে আওয়মী লীগের
দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ
করেছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও
গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের
সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন,
সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল
হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শফিকুল আলম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজমুল হক সাগর, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মকুল, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ উদ্দিন ।

প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশরাই নিজে
উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া এম এ এস ইমনের পক্ষে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি শারেক রায়হান অরুপ, অ্যাড ইয়ারুল ইসলামের পক্ষে সাবেক যুবলীগ নেতা জসিউর রহমান বকুল মনোনয়ন ফরম সগ্রহ করেছেন।

দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। আগামী মঙ্গলবার বিকাল ৪টার মধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে হবে।
এদিকে এবার অনলাইনেও ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে। এ জন্য স্মার্ট নমিনেশন অ্যাপ নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে আওয়ামী লীগ। গুগল প্লে

স্টোর বা অ্যাপলঅ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। এ ছাড়া নমিনেশনডটএএলবিডি ডটওআরজি ওয়েবসাইট থেকেও অনলাইনে মনোনয়ন ফরম পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে।
অনলাইনে ফরম পূরণ ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এর পর লগইন করে নিময়ানুযায়ী ৫০ হাজার টাকা পেমেন্ট সম্পন্ন করার পর মনোনয়ন ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে।
প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপ্রত জমা দিতে হবে।

তফসিল ঘোষণার সময় হয়ে গেছে-সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, ‘ ‘দ্রুত আমরা তফসিল ঘোষণা করব, কারণ সময় হয়ে গেছে। শিগগিরই আমরা বসে চূড়ান্ত করব।’

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এ কথা বলেন তিনি।

বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে সিইসি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করতে আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে অনুযায়ী আমরা খুব দ্রুত তফসিল ঘোষণা করব।’

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এদিন বেলা ১১টা ৫২ মিনিটে বঙ্গভবনে যান চার নির্বাচন কমিশনারসহ প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তাদের সঙ্গে কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলমও ছিলেন।

সংবিধান অনুযায়ী সংসদের পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমান সংসদের মেয়াদ ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি শেষ হবে। এক্ষেত্রে ৯০ দিনের গণনা শুরু হবে ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে। নভেম্বরের মাঝামাঝি জাতীয়

নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৯১ হাজার ৬৩৩। মোট ভোটারের মধ্যে নারী ৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ২০২, পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৭ লাখ ৭১ হাজার ৫৭৯ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৮৫২ জন।

সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ায় ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার ১৯৩ জন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করেছে ইসি। এ তালিকা অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে।

ইসি জানায়, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দীর্ঘদিনের রীতি রয়েছে। এরপরই তফসিল ঘোষণা হবে। ১৪ অথবা ১৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় ইসি। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। এরই মধ্যে ১ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইসি।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে উৎসবের আমেজ; নেতৃত্ব পরিবর্তনের গুঞ্জন

আলমডাঙ্গা উপজেলার বৃহত্তর ব্যবসায়ী সংগঠন বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আর মাত্র ১ দিন পর শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আগামী শনিবার সকাল ৮ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। থানা পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ও সাংগঠনিক নীতিমালা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা।

ভোটের সময় যত ঘনিয়ে আসছে প্রচারণার মাত্রাও নতুন রূপ নিচ্ছে। এবার নেতৃত্ব পরিবর্তন আসার গুঞ্জন চলছে। একই পরিবারের দুই ভাই সভাপতি প্রার্থী হওয়ায় ভোট ভরাডুবির কবলে বিজয়ী মালা পড়তে পারেন সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মকবুল হোসেন এমনটাই আশঙ্কা করছে ভোটাররা। বণিক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে পোস্টারে ছেয়ে গেছে আলমডাঙ্গা পুরো শহর। বাজারের অলিগলিতে প্রার্থীদের পদচারণায় মুখর।

প্রার্থীদের সমর্থনে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচারণা চলছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে মাইকিং নিষিদ্ধ থাকলেও পায়ে হেটে ভোটারগণের দারস্থ হচ্ছেন প্রার্থীরা। বর্তমান ও সাবেক দায়িত্বরত ব্যাক্তিরাই আবারো প্রার্থী হয়েছেন। নানান অভিযোগের মধ্যেও নিজেকে উদীয়মান ও গ্রহণ যোগ্য নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলছে প্রচারণা। এ নির্বাচনকে ঘিরে আলমডাঙ্গা বাজারের সর্বত্রই এখন বইছে উৎসবের আমেজ। ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন উৎসবের ভোটের প্রতীক্ষায় আছেন তারা। দীর্ঘ ৩ বছর পর নির্বাচন হওয়ায় প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন।

প্রার্থীরা হলেন-সভাপতি পদে আরেফিন মিঞা মিলন (ছাতা),আলহাজ্ব মকবুল হোসেন (দোয়াতকলম) ও সাইফুল ইসলাম লিটন (চাকা)।সহসভাপতি পদে কামরুল ইসলাম হীরা (মাছ) ,হাফিজুর রহমান (চশমা), রফিকুল আলম (দেয়াল ঘড়ি) ও আব্দুল হামিদ (বটগাছ)। সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল হোসেন (আনারস), খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন (বাই সাইকেল)। সহ সাধারণ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম (বাঘ), বাবুলুর রহমান (ডাব), বদর উদ্দিন (হাঁস), জাহাঙ্গীর আলম (গোলাপ ফুল)। কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন (মোরগ) সোহানুর রহমান বাবুল (হাতী)। সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ (মই), আমিরুল ইসলাম লিটন (চেয়ার)। ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল (মিনার) আসাদুল হক (তাঁরা)। দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন (কলম) ইফতেকার আহমেদ (টিয়াপাখি)। ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাসুদ রানা মাসুম (ফুটবল) ও হাবিবুর রহমান (আম) প্রতিক।

উল্লেখ্য, নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে ৩৬ জন মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেন। এর মধ্যে ২ জন সদস্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করলে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়। বণিক সমিতির ভোটার সংখ্যা হলো ১ হাজার ৫৬ জন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা- সিরাজুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে উৎসব বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আগামি শনিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে: ইনু

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন চালু হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের ট্রেন আগামী দ্বাদশ নির্বাচন চালু হয়ে গেছে। রাজপথে দখল বেদখলের খেলায় মেতে থাকলে নির্বাচনের ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছে যাবে। বিএনপিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজপথে থাকবে না নির্বাচনে ট্রেনে উঠবে। বিএনপি দেশী বিদেশের গায়েবী শক্তির উপর আশা করে রাজপথে বসে থাকবে তারা নির্বাচনের ট্রেন ফেল করবে।

আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার চারতলা ভিত বিশিষ্ট চারতলা একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি স্বপ্ন দেখছেন সরকার দখলের যে চেষ্টা চলছে সেটা বাংলাদেশের জনগণ প্রতিহত করবে। ৭১’র খুনি, ৭৫’র খুনি, ২১শে আগষ্টের খুনের ঠিকাদার হচ্ছে বিএনপি। বিএনপি গণতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করে জঙ্গী ও রাজাকারদেরকে পুনরায় তাদেরকে আবারও রাজনৈতিক মাঠে আনতে চায়।

বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তিনি জাসদের এই নেতা আরও বলেন, অতিতে যারা জঙ্গী সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত, আগুন সন্ত্রাস,

২১ আগষ্ট ভয়াবহ খুনের সাথে জড়িত ছিল এবং মামলা থাকায় তাদের বিচার কার্য করার আটক করছে পুলিশ। বিএনপির সাধারণ কর্মী বা কোন নেতাকর্মীকে হয়রানী করা হচ্ছে না।

এ সময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ আলী, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি)হারুন অর রশীদ,মিরপুর উপজেলার নাজমুল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ছালেহ উদ্দিনসহ জাসদের নেতাকর্মীরা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিসানীতি: বিএনপিকে নির্বাচনে আসতেই হচ্ছে

লেখাটি শুরু করি ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশময় তাণ্ডব করেছিল। গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে পরের সেই তাণ্ডবে মারা গিয়েছিল ২৩১ জন নিরীহ মানুষ। এদের মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬৫জনকে। ওই সময় আহত হয়েছিল ১ হাজার ১৮০ জন। যাদের অনেকে আজও শরীরে ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি ট্রেন ও ৮টি লঞ্চে আগুন দিয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট।

কারণ কী ছিল সেই সহিংসতার? সরকার বলছিল নির্বাচন হবে পৃথিবীর আর ১০টা গণতান্ত্রিক দেশের মত। আর বিএনপি জোটের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এখনও সরকারে আছে আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন নিয়ে তাদের দর্শন থেকে সরে আসেনি। তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবি থেকে সরে আসেনি বিএনপি-জামায়াত। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ঘোষণা দিয়ে সব নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে তারা।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জারি করলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বরাত দিয়ে তিনি বললেন,

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাধা দেয়ায় বাংলাদেশি কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারও নাম না উল্লেখ করে তিনি বললেন, যাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারবিভাগের সদস্য এবং নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেসব ব্যক্তি তা তাদের পরিবারের সদস্যরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। ভবিষ্যতে আরও কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করা বা এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেলে তারাও এই নীতির আওতায় আসবেন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থক।

এর আগে চলতি বছরের ২৫শে মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তখন বলা হয়েছিলো যে, এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে চিহ্নিত হন। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

এই বিধিনিষেধ ঘোষণার পর থেকে নানামুখি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে নানা মতের মানুষ। এই মুহূর্তে আমেরিকা সফররত খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভিসা নীতি নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগেরও চাওয়া। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে এ দেশের জনগণ ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিও নিষেধাজ্ঞা দেবে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণায় বিরোধীদের কথাও বলা হয়েছে। এবার বিএনপি জ্বালাও-পোড়াও করতে পারবে না। এতে জনগণের জীবন বাঁচবে।’

ভিসানীতি নিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু হয়েছে মাত্র। বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়নি। এই সরকার ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করেছেন। এবার ২০২৪ সালে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে, তারা একইভাবে

নির্বাচন করতে চাচ্ছেন। সরকারের লক্ষ্য বিরোধীদলকে বাদ দিয়ে আবারও একটি নির্বাচন করা। বর্তমান সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দেয়, সেই নির্বাচন কখনও সুষ্ঠু হতে পারে না এবং সেটা কখনোই দেশের মানুষ মেনে নেবে না।”

যুক্তরাষ্টের নতুন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার তালিকায় কিছু বিরোধী দলের নেতার নাম আছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত ১৮ বছর ধরে বিরোধী দলের তো কোন ভূমিকা নেই, তারা এমন কোন কাজ করেনি, যে কাজের জন্য একটা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন সরকার গণতন্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী হলে গণতন্ত্র সুষ্ঠু হয়? আজকের নিষেধাজ্ঞাদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি কী? তারা কী তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেন? এখানে আরেক দফায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় আসতে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন, গত মে মাসের ৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে এই ভিসা নীতি আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাননোর পর।

আরেকটু সরল করে যদি জিজ্ঞেস করি কেন ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন কেন অংশগ্রহণমূলক হলো না? এর দায় কী শুধু সরকারের? নির্বাচন করা তো সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেছে। ২০০৮ সালে জনগণ আওয়ামী লীগকে সংবিধান রক্ষার ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ভাঙার দায়িত্ব তো দেয়নি। সেই সময় থেকে বিএনপি-জামায়াত গো ধরেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারতো কোন স্বীকৃত নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোথাও তো এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়নি।

নির্বাচনে বাধা দেয়ার প্রশ্ন যদি ওঠে, সেই কাজটি করেছে বিএনপি-জামায়াত। তারা নির্বাচনে আসেনি। দেশময় জ্বালাও পোড়াও করে মানুষের মধ্যে নির্বাচন ভীতি সৃষ্টি করেছে। যে ভীতি আজও কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেসব নিয়ে আজকাল কথা বার্তা কম হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, কেন বন্ধকী গণতন্ত্র জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত? কেন তারা সুষ্ঠু গণতেন্ত্রে ফিরতে চায় না? কেন তারা ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টে শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল? চক্রটি চেনার পরেও শেখ হাসিনা কী বার বার তাঁকে হত্যার

অস্ত্র হত্যাকারীদের হাতে তুলে দেবে?

যাই হোক, আগামী নির্বাচন এবং নতুন ভিসা নীতির কাছে ফিরে আসি। বিএনপি-জামায়াতের প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কোথাও বলেননি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বার বার বলেছেন, একটি অংশগ্রনমূলক নির্বাচনের কথা। বিএনপি নির্বাচনে আসলেই তো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়। সেটা সুষ্ঠু করার দায়তো সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতিতো সরকার বার বার দিচ্ছে। নির্বাচনে কী হবে? সুষ্ঠু হবে কী না সেটা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তো মন্তব্য করা যাবে না। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরতো একটি সংবিধান বা রাষ্ট্র ভর করতে পারে না। যত শক্তিধরই হোক যুক্তরাষ্ট্রতো বাংলাদেশকে সংবিধান ভাঙার পরামর্শ দিতে পারে না নৈতিকভাবে।

ভিসানীতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কেমন হচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এখন বিএনপির ভয় পাওয়ার কিছু দেখছি না। আসলে ভিসানীতি দিয়ে নির্বাচনের বল বিএনপির কোটে ঠেলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন নির্বাচেনে আসা তাদের দায়িত্ব। এর পরেও যদি তারা না আসে তাহলে ব্লিংকেনের ‘গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দুর্বল’ করার অপরাধে পড়বে বিএনপি। ফখরুল সাহেবরা নিশ্চয়ই আর সেই অপরাধ করবেন না।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ফের সক্রিয় হিযবুত তাহরীর

প্রতিবছরই তারা এই আয়োজন করলেও এবারের অনলাইন সম্মেলনের টাইমিং ও উদ্দেশ্য প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, নিষিদ্ধের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও হিযবুত তাহরীরের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ড নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। আর পুলিশ বলছে, প্রচারণা থাকলেও বড় নাশকতার সক্ষমতা নেই জঙ্গি সংগঠনটির।

ঢাকার বেশকিছু ব্যস্ততম এলাকায় নতুন করে প্রচারণায় নেমেছে

নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর। ডেকেছে অনলাইন সম্মেলনও। সেই সম্মেলনের প্রচারণার পোস্টারে সয়লাব রাজধানীর বিভিন্ন দেয়াল। রাজধানীর পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, বাংলামোটর, রামপুরা, কলাবাগান এলাকার দেয়াল ছেয়ে গেছে নিষিদ্ধ সাংগাঠনের পোস্টারে।

এলাকার লোকজন বলছেন, মঙ্গলবার মধ্যরাতের পর কোন একসময় পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। তবে কারা কীভাবে লাগিয়েছে তা জানেন না স্থানীয়রা। তবে তাদের শঙ্কা, এভাবে ওরা সংগঠিত হয়ে বড় ধরনের কোন অপকর্ম ঘটানোর প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন চোখের সামনে তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

এব্যাপারে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘আমি মনে করি না বিষয়টি শুধু পোস্টারিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুলিশের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্য যে ইউনিটগুলো কাজ করছে, তাদের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে যখন কেউ নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে। তাদেরকে খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়ার কিছু নেই, তারা বিপদজনক।’

এদিকে পোস্টার লাগানোর ১২ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কারা কোথা থেকে এসে পোস্টার সেঁটে দিয়ে গেলো সে নিয়ে কোন তথ্য নেই থানায়। কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এখনও আমি বিষয়টি অবগত নই। আমি টহল টিম পাঠিয়ে এখনই খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি তারা কোনো ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনা ঘটার পরে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মধ্য দিয়ে সুরাহা করা যাবে না উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলাজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, ‘অপরাধ দমনের জন্য প্রঅ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ দুটো পদ্ধতি থাকে। আমাদের এখানে প্রঅ্যাকটিভ উদ্যোগ দেখা যায় না। আমাদের যেনো দেখতে দেখতে সয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো সিরিয়াসলি দেখা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করে এগুলো থামানো দরকার। ভুলে গেলে চলবে না ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’

২০০৯ সালে সরকার হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বারবার তাদের উপস্থিতি জানান দিতে তৎপর এ জঙ্গি সংগঠনটি। কথিত খিলাফত

প্রতিষ্ঠায় কখনও মিছিল আবার কখনও ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর আয়োজকরা চিহ্নিত হলেও এখনো তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

জিয়ার ‘হ্যাঁ-না’ ভোট: নির্বাচন ব্যবস্থা সর্বনাশের সূত্রপাত

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বৈধ গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলদার সেনা শাসকদের হাতে চলে যায়। তারা নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় সে সময়ের আর্মি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উপর। জিয়ার তখন মূল অ্যসাইন্টমেন্ট খুনিদের বাঁচানো। এর জন্যে দরকার ছিল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। এজন্য তিনি ক্ষমতায় থেকে দল গঠন এবং একের পর এক নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা বৈধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর যেসব রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করতে থাকেন তার নির্বাচন ছিল অন্যতম। চলুন পাঠন আমরা দেখে নেই কেমন ছিল সেই নির্বাচনগুলো।

হ্যাঁ / না ভোট আয়োজন, ১৯৭৭ সাল
জিয়াউর রহমান তখন একইসাথে দেশের রাষ্ট্রপতি,সেনা প্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন শাসক। সেনাবাহিনীতে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক বিরোধীরা বিচ্ছিন্ন এবং দিশেহারা। তারপরেও জিয়াউর রহমানকে প্রমাণ করতে হবে, তার জনসমর্থন আছে। শুধু বন্দুকের জোরে তিনি ক্ষমতায় বসেননি। তাই ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তার রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বৈধতার জন্য প্রথমেই আয়োজন করে হ্যাঁ/না ভোটের। মূলত এই হ্যাঁ/না ভোটের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া শুরু হয়। এতে ভোটার উপস্থিতি ২ শতাংশের নিচে হলেও দেখানো হয়েছিল ৮৮ শতাং শ। আর প্রদত্ত ভোটের ৯৮ শতাংশই দেখানো হয় জিয়ার পক্ষে।

১৯৭৮এ অনিয়মে ভরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
২১ এপ্রিল,১৯৭৮ তারিখে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ

ঘোষণা করলেন। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ হয় ৩ জুন, ১৯৭৮। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া ছিলেন জাতীয়তাবাদী জোটের প্রার্থী। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গণঐক্য জোটের প্রার্থী অবসর প্রাপ্ত জেনারেল এম এ জি ওসমানী। অথচ বাংলাদেশের আর্মি অ্যক্টের ২৯২,২৯৩ বিধিতে ছিল, সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য তার চাকরির মেয়াদ শেষ না করে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না । এছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সরকারি চাকরিজীবী ও সরকারি বেতন গ্রহিতার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু জিয়া সব আইন ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালের ৩জুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

সেসময়কার গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারি চাকরিজীবীদের জিয়ার পক্ষ নিতে বাধ্য করা হয়। সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাপানো জিয়ার নির্বাচনী পোস্টারে পুরো দেশ ছেয়ে যায়। সরকারি গণমাধ্যমে ঢাকঢোল পিটিয়ে তার নির্বাচনী সমাবেশের খবর প্রচার করে।

অপর প্রার্থী ওসমানী অভিযোগ করেন, গণমাধ্যমে তার বক্তব্য বিকৃতভাবে হয়। তাকে নিয়ে একের পর এক ভিত্তিহীন রিপোর্ট প্রকাশ হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায়। এই নির্বাচনে গণঐক্য জোটের ৪০জন কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলা তথ্য পাওয়া যায় ২০০টির বেশি কেন্দ্রে। পোলিং এজেন্ট আর নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বের করে দেয় সংবাদ ছাপা হয় দেশি পত্র-পত্রিকায়।

নির্বাচন কাভার করতে আসা নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক উইলিয়াম বর্ডার ১৯৭৮ সালের ৪ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে প্রচুর জাল ভোট আর প্রতিপক্ষ এজেন্টদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বের করে দেবার খবর এবং ছবি ছাপে। তার পরেও শতকরা ৭৬ ভাগ ভোট দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি হন জিয়া।

প্রশ্নবিদ্ধ ১৯৭৯ সালের নির্বাচন
১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান তার একক নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠন করেছিলেন। তার সামরিক ক্ষমতা বেসামরিক মোড়ক পরিয়ে পাকাপোক্তভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে ছিল তার প্রধান প্রতিপক্ষ।

১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ ওই সময়ের কোন কোন গণমাধ্যম প্রকাশ করে। অভিযোগ আসে গুণ্ডা বাহিনীর কেন্দ্র দখলের। পাশাপাশি সেনাবাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং নেতা কর্মীদের উপর চালানো হয় অত্যাচর ।

সংবিধান লঙ্ঘন করে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিবি এবং নেজামে ইসলামের যুদ্ধাপরাধীদের নতুন জোট ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কারচুপির সুযোগ দিয়ে তাদেরকেও ২০টি আসনে জয়ী দেখানো হয়। জিয়ার বিএনপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ২০৭টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে কবর দেয়া হয়েছিল, জিয়া তা কবর থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। বিএনপির মনোনয়নে বিপুল সংখ্যক দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে আনা হয়। রাজাকারদের পবিত্র সংসদে ঢোকার সুযোগ করে দেন জিয়া।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘে ছুটে যাওয়া শাহ আজিজুর রহমান এবং রাজিয়া ফয়েজের মত কুখ্যাত রাজাকারদের জিয়াউর রহমান ভোটকারচুপির মাধ্যমে জিতিয়ে এনেছিলেন সে নির্বাচনে।

মেহেরপুর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের একক প্যানেলের মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আসন্ন চতুর্থ বার্ষিকী নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের জমাদানের শেষ দিনে শুধুমাত্র আব্দুস সামাদ বাবুল বিশ্বাস প্যানেলের ১৩ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র

জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত একটামাত্র প্যানেল মনোনয়নপত্র উত্তোলন ও জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিকী নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কমিশনার দেলোয়ার রহমান রিগানের হাতে তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্রে সভাপতি পদে আব্দুস সামাদ বাবুল বিশ্বাস, সহ-সভাপতি পদে আনোয়ারুল হক শাহী, অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, কোষাধক্ষ্য ওমর ফারুক খান, নির্বাহী সদস্য মোঃ আতর আলী, আফতাব আলী খান, আব্দুল মালেক, সাইদুল ইসলাম, শাহ জামান, রওশন আলী, আল মামুন, সোহেল রানা সবুজ ও এ এইচ শাফিউল কবির।
এসময় কমিশনের শফিউল আলম সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মুহা: আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, নির্বাচন উপলক্ষে ১৮/০৮/২৩ তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, আপত্তি দাখিল ও নিস্পত্তি ২১/০৮/২৩, চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৪/০৮/২৩, মনোনয়নপত্র বিতরণ ২৬/০৮/২৩, প্রার্থী কর্তৃত মনোনয়নপত্র জমা দান ২৮/০৮/২৩, মনোনয়নপত্র যাছাই, আপত্তি ও নিস্পত্তি ৩০/০৮/২৩, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ০১/০৯/২৩, চুড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ ০৩/০৯/৩৪ ও নির্বাচন আগামী ৫/০৯/২৩ ইং।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের দাবিতে একাট্টা খেলোয়াড় ও সংগঠকরা

দীর্ঘদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ক্রীড়াঙ্গন সচল করতে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের দাবীতে একাট্টা হয়েছে বর্তমান-প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সংগঠকরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্তরে এ দাবীতে

অবস্থান কর্মসূচি ও জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও পায়রা স্পোর্টিং ক্লাবের চেয়ারম্যান এম এ এস ইমনের নেতৃত্বে কর্মসূচিতে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক রমজান আলী, মেহেরপুরের প্রাক্তন খেলোয়াড় এমদাদুল হক, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মাসুদ করিম ধলস ক্রীড়া সংগঠক আসাদুজ্জামান লিটন, আন্তর্জাতিক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত মাশাল অর্ট হুসাইন কবীরসহ কর্মসূচিতে শতাধিক খেলোয়াড়, সংগঠক অংশ নেন। পরে তারা জেলা প্রশাসকের সাথে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসেন। জেলা প্রশাসক আন্দোলনকারীদের নির্বাচেনর ব্যাপারে আশ^স্ত করেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে এমএএস ইমন বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন নেই। কেনো নেই, কি কারনে নির্বাচন নেই এ কথাটি আমরা সবাই জানি। নির্বাচনের এই আন্দোলন জেলাবাসির দীর্ঘদিনের। গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচন হবে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ আবার খেলার মাঠে খেলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। তিনি প্রশ্ন করেন, খেলার মাঠ না পেলে নতুন প্রজন্ম খেলা করবে কিভাবে? আজকের এই প্রজন্ম কিভাবে বেড়ে উঠবে। খেলার সাথে ভালো মানুষ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

এমএএস ইমন বলেন, আজকের শিশুরা সকালে বই, বিকালে মোবাইল আর রাতে গুগলে ঢুকছে। এই প্রজন্ম অদ্ভুত একটা প্রজন্ম হিসেবে বেড়ে উঠছে। এই প্রজন্মের জন্য খেলাধুলা ও আনন্দ বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলা না থাকার কারনে এই প্রজন্মের মধ্যে কোনো শক্তি নেই, তারা বেড়ে উঠছে ব্রয়লার মুরগির মত।

তিনি বলেন, একটি কুচক্রি মহলের কালো থাবায় ক্রীড়া সংস্থা আজ মুখ

থুবড়ে পড়েছে। ওই স্বার্থনেস্বী মহল এটিকে অচল করে রেখেছে। খেলাধুলার আয়োজন না থাকায় জেলার যুব সমাজ আজ ধ্বংসের পথে। এই যুব সমাজকে বাঁচাতেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলনে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।
সাবেক ক্রীড়া শিক্ষক রমজান আলী বলেন, দীর্ঘদিন ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন না হওয়ায় খেলাধুলাও স্থবির হয়ে গেছে। দ্রুত নির্বাচন দিয়ে এই অচল অবস্থা কাটাতে হবে।

সাবেক ফুটবলার এমদাদুল হক বলেন, এডহক কমিটি নিয়ে ১১/১২ বছর চলছে মেহেরপুর ক্রীড়া সংস্থা। যে কমিটির মেয়াদ ছিলো ৩ মাস। আমাদের সন্তানরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করবে ক্রীড়াঙ্গন বন্ধ থাকায় তারা আসক্তি হচ্ছে মোবাইলে।

মার্শাল আট হুসাইন কবির বলেন, নির্বাচন না হওয়ার কারণে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে মনে হয় ক্রীড়া সংস্থা মরে গেছে। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে ক্রীড়া সংস্থাকে সচল করার দাবী জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০০৮ সালে। পরে ২০১২ সালে আহবায়ক কমিটি গঠণ করা হয়। ২০২০ সালে ওই আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিবও মারা গেছেন। বর্তমানের তিন সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি দিয়ে অচলাবস্থায় ক্রীড়া সংস্থা।

আজ গাংনী মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচন চলছে

উৎসাহ উদ্দীপনা ও শান্তিপূর্ণভাবে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন আজ বৃহস্পতিবার (২৫ মে)

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকেই নারী ভোটারদের উপস্থিত উল্লেখ করার মত। তবে, বেলা বাড়ার সাথে সাথে পুরুষ ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করে।
মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপ নির্বাচনের রির্টানিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাচন কমকর্তা আব্দুল আজিজ বলেন, মটমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে মোট ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। তারা হলেন, ওই ওয়ার্ডের প্রয়াত সদস্য (মেম্বর) আব্দুস সোবহানের স্ত্রী মোছা: পলি আরা (মোরগ) ও মো: কামাল হোসেন (টিউবওয়েল)।
হোগলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুটি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোট ভোটার সংখ্যা ৬৩৯৭ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা ৩১৮২ এবং পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩২১৫ জন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর আব্দুস সোবহান নিজ বাড়িতে হলুদ সিদ্ধ করতে গিয়ে গরম পানির কড়াইয়ের মধ্যে পড়ে ঝলসে যায়। ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। পরে এই ওয়ার্ডটি শুন্য ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার।

নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করতে সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজজাক বলেন, ভোট কেন্দ্র এবং বাইরে বিপুল পরিমান পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতৃ বলেন, ভোট কেন্দ্র অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।